দৈনিক ইনকিলাব 72

তারিখ 06 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

8

শিক্ষাঙ্গন

নোট বই গৃহশিক্ষকের বিকল্প

নিঃসন্দেহে নোট বই বর্তমান যুগে গৃহশিক্ষকের বিকল্পস্বরূপ। অপরদিকে গুটিকয়েক উচ্চবৃত্ত সম্পদশালী অভিভাবকরাই শুধু মাত্র ৪/৫ জন গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট মাস্টার রাখতে পারে। ৬৮ হাজার গ্রামের বাদ-বাকী গরীব অভিভাবকদের পক্ষে আজকালকার চড়াবাজারে গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট মাস্টার রাখা মোটেই সম্ভব নয়।

আরও একটি অপ্রিয় সত্য কথা এই যে, আজকাল রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, সন্ত্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি মিলে বছরের প্রায় ৯ মাসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। এর পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক মশাইদের শিক্ষাদানে আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব আছে বলে অহরহ অভিযোগ শোনা যায়। সুতরাং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব এবং অশিক্ষিত অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের অপারগতা এই সব মিলে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঠিক এই করুণ মুহূর্তে কৃষক শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের একটি অসহায় সন্তানের কাছে একটি নোট বই সাগরের উত্তাল ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝড়ের রাতে সাগরের মাঝে খড়কুটার মত একমাত্র অবলম্বন বলেই মনে হয়। অথচ বিগত স্বৈরাচারী সরকার দেশের অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের এই চরম দুঃখটুকু বুঝতে সক্ষম হয়নি বলে নোট বইকে নিষিদ্ধ বা ব্যাণ্ড ঘোষণা করেছিল। অথচ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ চোরাকারবারী, ছুট নামে নোট বই ছাপিয়ে কালো বাজারে ছাড়ছে। কৃষক শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা নিরুপায় হয়ে ঐ নোট বই ১০ গুণ বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। 'কারণ ৫/৭শ' টাকার নীচে প্রাইভেট মাস্টারের কথা কল্পনাই করা যায় না। উপরের দিকে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রাইভেট মাস্টারের রেট উঠেছে। সেই স্থলে ৬০/৭০ টাকা দিয়ে একটি নোট বই কিনে শিক্ষার্থীরা অর্থ দণ্ড থেকে রেহাই পাচ্ছে মনে হয়। কিন্তু হায়রে কপাল!' কপালের নাম গোপাল। এখানেও শুভঙ্করের ফাঁকি। মূলতঃ প্রতিটি নোট বই-এর নামধারী লেখক (অভিজ্ঞ হেড মাস্টার) এম এড পাস হেড মাস্টার (?) নোটের মধ্যে হাজার রকমের ভুল লিখা থাকে। অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভুল শিখছে বলেই পরীক্ষায় প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু বাপের বেটা নোট বইয়ের ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা বানাচ্ছে।

সুতরাং আমার সুপারিশ এই যে, নোট বই-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারকরতঃ

প্রতিযোগিতামূলকভাবে নোট বই প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হোক। তাহলে নোট বই-এর লেখার মান বৃদ্ধি পাবে এবং হ্রাসকৃত মূল্যে বই বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। এই নাজুক বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রবক্তা ক্ষমতাসীন সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ কুতুব উদ্দিন